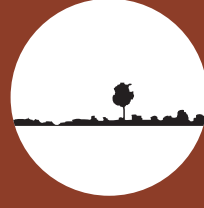


৫ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪১৫

ডিসেম্বর ২০০৮

পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা।



পল্লীতথ্য

কৃষি ■ শিক্ষা ■ স্বাস্থ্য ■ অ-কৃষি উদ্যোগ ■ লাগসই প্রযুক্তি ■ আইন ও মানবাধিকার ■ সচেতনতা



- শ্রম আইন
- দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা
- মানবদেহ - হৃৎপিণ্ড, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র
- চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

শিক্ষার আলোয় দূর হোক সব অন্ধকার

দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লে. জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এ দলিল স্বাক্ষরের মাঝ দিয়েই বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ৯ মাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন হচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পারলো তারা হেরে যাচ্ছে, তখন তারা জাতি হিসেবে আমাদের পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। আর তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করে রাজাকার, আলবদর নামের কিছু দেশীয় গোষ্ঠী। এই দিন পাকিস্তানী আর্মিরা তাদের সেই সব দালালদের সহায়তায় আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতা অর্জিত হলেও দেশের এই ক্ষত এখনও মুছেনি। এখনও নিস্প্রভ হয়নি ঘাতকদের হৃৎকার। কারণ তাদের দাঁড়াতে হয়নি বিচারের কাঠগড়ায়। আজ আমাদের একতার প্রয়োজন অর্থবহ স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির চেতনাকে ধারণ করা দেশের সেসব কৃতি সন্তানদের স্বপ্নের বাংলাদেশের অর্থবহ উন্নয়নের জন্য।

এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে রাখা হয়েছে গুরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা। এটি মূলত বিশেষ খাদ্যতালিকা ও অন্যান্য ব্যবস্থা অনুসরণ করে তুলনামূলক অল্প সময়ে গরুর শরীরে মাংস বৃদ্ধি করার একটি পদ্ধতি। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এভাবে পালন করা গুরু বাজারে বিক্রি হয় কেবলমাত্র মাংস খাওয়ার জন্য। চাষবাস বা অন্য কোনো কাজ এদেরকে দিয়ে সম্ভব না। এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে যে কেই ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে পারে এবং পরিবারে সাফল্য আনতে পারে।

থাকছে উন্নত পদ্ধতিতে কবুতর পালন এবং এর ব্যবসায়িক দিক নিয়ে আলোচনা। এছাড়াও শ্রম আইন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, পাঠাগার সম্পর্কে সচেতনতামূলক লেখা।

চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং এর বিভিন্ন দিক যা যুব সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও থাকছে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতনতামূলক তথ্য। আশা করি তথ্যবহুল এ সংখ্যাটি পাঠকের বিশেষ উপকারে আসবে।

সূচি

- ◎ গুরু মোটাতাজাকরণের বিভিন্ন ধাপ
- ◎ শখ করে পায়রা পোষা
- ◎ শ্রম আইন
- ◎ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০
- ◎ পাঠাগার
- ◎ যেভাবে রক্তচাপ মাপতে হয়
- ◎ মানবদেহ - হৃৎপিণ্ড, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র
- ◎ দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা
- ◎ কমলার ভিন্ন স্বাদ!!
- ◎ কম্পিউটার টিপস
- ◎ চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

সম্পাদক

মাহমুদ হাসান

নির্বাহী সম্পাদক

খায়রুল হাসান

সহকারী সম্পাদক

ইখতিয়ার হাসান

ইসরাত জাহান বিজু

সেলিনা সুলতানা

অনলাইন ব্যবস্থাপক

এস.এইচ.এম. আরাফাত

বিপণন ও বিতরণ

আফরোজা মেরিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

খায়রুল হাসান সুমন

মুদ্রণ

পাথওয়ে

ছবি: ইখতিয়ার হাসান, ডি.নেট ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

গরু মোটাতাজাকরণের বিভিন্ন ধাপ

গরু মোটাতাজা করবেন কীভাবে?

গরু মোটাতাজাকরণ মূলত বিশেষ খাদ্যতালিকা ও অন্যান্য ব্যবস্থা অনুসরণ করে তুলনামূলক অল্প সময়ে গরুর শরীরে মাংস বৃদ্ধি করার একটি পদ্ধতি। এভাবে পালন করা গরু বাজারে বিক্রি হয় কেবলমাত্র মাংস খাওয়ার জন্য। চাষবাস বা অন্য কোনো কাজ এদেরকে দিয়ে সম্ভব না। একটি গরুকে ৩-৪ মাস মোটাতাজা করার পর বিক্রি করে দেওয়া উচিত নয়তো লাভের পরিমাণ কমে যায়।

গরু মোটাতাজা করতে হলে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়:

১. গরু নির্বাচন ও প্রাথমিক করণীয়
২. গোয়ালঘর
৩. খাদ্য
৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
৫. পরিশ্রম

১. গরু নির্বাচন ও প্রাথমিক করণীয়

মোটাতাজা করতে হলে প্রথমে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে গরু নির্বাচন করতে হয়:

- যক্ষা বা অন্যান্য মারাত্মক রোগমুক্ত হতে হবে
- পা ও গলা লম্বা হবে
- দুই দাঁতের গরু হবে, বলদ বা ঐঁড়ে বাছুর হলে ভাল হয়। তবে যে কোনো স্বাস্থ্যহীন গরু বাজার থেকে অল্প দামে কেনা যায়। বেশি দাঁতের গরুর বাড় তেমন হয় না বলে মোটাতাজা করার চেষ্টা করে তেমন লাভ হয় না।
- গায়ের চামড়া ঢিলা হবে যেন পরবর্তীকালে শরীরে মাংস বাড়লে সমস্যা না হয়।
- হাড়ের গঠন মোটা ও পাঁজরের হাড় যেন চ্যাপ্টা হয়।

গরু নির্বাচনের পর প্রাথমিক করণীয়

- গরুটিকে অবশ্যই কৃমিমুক্ত করে নিতে হবে। কাছাকাছি পশু চিকিৎসককে দিয়ে গরুর গোবর পরীক্ষা করাতে হবে। যদি কৃমি পাওয়া যায় তবে তিনি যা বলেন তা করতে হবে।
- শরীরের চামড়ার ঐঁটুলি বা আঠালি দূর করতে হবে। কম থাকলে হাতেই মারা যায়। আর যদি অনেক বেশি ঐঁটুলি থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রতি ১৫ দিন পর পর গোবর পরীক্ষা করে দেখতে হবে কৃমি হয়েছে কিনা।
- ক্ষুরারোগ, তড়কা, বাদলা ও গলাফোলা রোগের টিকা নেওয়া না থাকলে টিকা দিতে হবে।
- গরুর ওজন নিতে হবে।

গরুর ওজন নেওয়ার পদ্ধতি

গরুর ওজন বের করতে হলে প্রথমে এর দৈর্ঘ্য এবং বুকের বেড় মেপে নিতে হয়। এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বলতে গরুর শিংয়ের গোড়া থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে বোঝায়। এরপর নীচের গাণিতিক নিয়মে ওজন বের করা হয়:

গরুর ওজন (কেজিতে) = [বুকের বেড়ের বর্গ (ইঞ্চি) X গরুর দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)] / ৬৬০ [বুকের বেড়ের বর্গ এবং গরুর দৈর্ঘ্য গুণ করে সেই গুণফলকে ৬৬০ দিয়ে ভাগ]

ওজনের ভিত্তিতেই গরুর উপযুক্ত খাবার তালিকা তৈরি করতে হয়। মোটাতাজাকরণের জন্য যে গরু তার ওজন ১৫ দিন পর পর নিতে হয়। এতে করে গরুর শরীরে মাংস বৃদ্ধির হার বোঝা যায়।

২. গোয়ালঘর

আমাদের দেশে গোয়ালঘর সাধারণত এক বা দুই সারির হয়ে থাকে। যাঁরা একটি-দুটি গরু পালন করেন তাঁরা সাধারণত একসারি আর যাঁরা অনেক গরু পালেন তাঁরা দুই সারি গোয়ালঘর তৈরি করে থাকেন।

একসারি বিশিষ্ট একটি পরিচ্ছন্ন গোয়ালঘর। এতে পাঁচ-ছটি গরু রাখা যাবে। আমাদের দেশে এ ধরনের গোয়ালঘর প্রায়ই দেখা যায়। ছবিটি বাগেরহাটের মংলা থেকে তোলা।



দুই সারি বিশিষ্ট গোয়ালের ঘরগুলো পরস্পর মুখোমুখি হয়। তবে ঘরগুলোর মুখ কোন দিকে থাকবে অর্থাৎ কোন দিকে খোলা থাকবে তার ওপর নির্ভর করে। দুই সারি বিশিষ্ট গোয়াল সাধারণত দুই ধরনের হয়:

- অন্তর্মুখী সারি বিশিষ্ট
- এ ধরনের গোয়ালে গরুগুলো পরস্পর মুখোমুখি থাকে। দুই সারি ঘরের মাঝে যাতায়াতের জায়গা থাকে।
- অন্তর্মুখী সারি বিশিষ্ট গোয়ালঘর
- বহির্মুখী সারি বিশিষ্ট



- এ ধরনের গোয়ালে গরুগুলো পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে থাকে। একেক সারির খোলা অংশের সামনে দিয়ে যাতায়াতের জন্য জায়গা থাকে।

বহির্ভূত গোয়ালঘর গোয়াল এক সারির বা দুই সারির যাই হোক না কেন এটিকে গরুর জন্য আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হলে নীচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি:

- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ করে বানানো।
- ঘরে পানি ও আলোর যাতায়াতের সুব্যবস্থা রাখা।
- ঘরের মেঝে পাকা হবে তবে পিচ্ছিল হবে না
- মেঝে একদিক থেকে চালু থাকবে যাতে পানি সহজে নালায় চলে যায়।
- ঘরের দৈর্ঘ্য গরু প্রতি ৩.৫-৪ ফুট জায়গা ধরে করতে হবে।
- ঘরের প্রস্থ এক সারি ঘর ১১-১২ ফুট ও দুই সারি ঘর ২০ ফুট হবে।
- একচালা ঘরের উচ্চতা মেঝে থেকে কমপক্ষে ৭ ফুট করা উচিত।

ওজন অনুযায়ী গরুর দৈনিক খাদ্যতালিকা

গরুর ওজন (কেজি)	ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (কেজি)	কাঁচা ঘাস (কেজি)
৫০	.৫	১.২৫	২
৭৫	১	২	৩
১০০	১.৫	৩	৪
১৫০	২	৩.৫	৫
২০০	৩	৪	৬
২৫০	৩.৫	৪.৫	৭

দোচালা ঘর হলে টিন বা চালা দুটি যেখানে মিলবে তা মেঝে থেকে সর্বনিম্ন ১৪ ফুট এবং চালার বিপরীত প্রান্ত মেঝে থেকে সর্বনিম্ন ৭ ফুট উঁচু হবে।

- ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত পথটি ৪ ফুট চওড়া হওয়া উচিত।
- খাবার দেওয়ার জায়গা বা চাড়িটি ২ ফুট বাই ২ ফুট করা উচিত।
- তরল বর্জ্য যাওয়ার নর্দমা ১ ফুট চওড়া হওয়া উচিত।

৩. খাবার

মোটাতাজা করার উদ্দেশ্যে যে গরু পালন করা হয় তার জন্য একটি নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা মেনে চলা উচিত। এক্ষেত্রে প্রথম কথা, গরুর ওজন অনুযায়ী তাকে খাদ্য দিতে হবে। এ ধরনের গরুকে তিন ধরনের খাবার দিতে হয়:

ইউরিয়া-মোলাসেস খড়: পরিমাণমতো ইউরিয়া সার, চিটাগুড়, খড় ও পানি মিশিয়ে তৈরি হয়।

দানাদার খাদ্য: গম, চালের খুদ, ভূষি ইত্যাদি দানা জাতীয় খাদ্য।
কাঁচা ঘাস: কাঁচা ঘাস ছাড়াও শাক-পাতা জাতীয় খাবারও এর মধ্যে পড়বে।

৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

গরুকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে। তারপর তার সারা শরীর ভালভাবে দলাইমলাই করে দিতে হবে।

৫. পরিশ্রম

মোটাতাজা করা গরুকে বেশি হাঁটা-চলা করানো যাবে না। দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে বাজারে নেওয়া চলবে না।

তথ্যসূত্র: ১. প্রফেসর ড: এম.এ.সামাদ, পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;

২. খামার সংবাদ, আগস্ট ২০০৬ সংখ্যা।

শখ করে পায়রা পোষা

গ্রাম গঞ্জে ও শহরে অনেকেই শখ করে পায়রা বা কবুতর পোষেন। আবার এই কবুতর পালন করে সহজেই পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কবুতর পালনে পুঁজি ও শ্রম খুবই কম লাগে। তবে উন্নত পদ্ধতিতে কবুতর পালন করলে আর্থিক দিক দিয়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়। বাড়িতে ১০ জোড়া কবুতর পালন করলে প্রতি মাসে গড়ে ৮ থেকে ৯ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়। এখন বাজারে প্রতি জোড়া কবুতরের দাম প্রায় ১০০/১২০ টাকা। সাধারণত পায়রা ১২ থেকে ১৫ বছর বাঁচে। এরা ডিম পাড়ার ১৭-১৮ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এ সময় স্ত্রী কবুতরের খাদ্য থলিতে দুধ জাতীয় এক ধরনের খাদ্যবস্তু তৈরি হয়, যা খেয়ে বাচ্চারা ৩-৪ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এরপর ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ কবুতর ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। পরে বাচ্চারা ধীরে ধীরে নিজেরাই দানাদার খাদ্য খেতে শুরু করে।

পায়রার প্রজাতি

পৃথিবীতে প্রায় দুশ'র ওপরে বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর আছে। মাংস উৎপাদনের জন্য হোয়াইট কিং, সিলভার কিং, ডাউকা, কাউরা, লাক্সা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর চিত্র বিনোদনের জন্য ময়ূরপঙ্খী, সিরাজি, লাহোরি, গিরিবাজ, লোটন ইত্যাদি জাতের কবুতর রয়েছে। এ ছাড়াও আমাদের দেশে জালালী কবুতর নামে এক ধরনের সৌখিন কবুতরের জাত পাওয়া যায়। এ নামটি হজরত শাহজালাল (রাঃ) পূণ্য স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

পায়রার জন্য বাসস্থান

- ▶ প্রতি জোড়া কবুতরের জন্য ১২ ইঞ্চি লম্বা, ১২ ইঞ্চি চওড়া এবং ১২ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট খোপ বানাতে হবে। কবুতরের ঘর পাশাপাশি বা কয়েক তলাবিশিষ্ট করা যেতে পারে।
- ▶ কবুতরের থাকার ঘরটি উঁচু করে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ক্ষতিকর প্রাণী যেমন- ইঁদুর, বিড়াল, বন বিড়াল, কুকুর, কাক ইত্যাদির নাগালের বাইরে থাকে।
- ▶ ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বৃষ্টির পানি যেন না ঢুকতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হালকা কাঠ, বাঁশ, পাতলা টিন বা প্যাকিং কাঠ দিয়ে কবুতরের ঘর বানাতে যায়।
- ▶ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর পুষলে প্রয়োজনের তুলনায় ২/৩ টি খোপ বেশি রাখা ভালো।
- ▶ খাবার ও পানির পাত্র কবুতরের ঘরের কাছেই রাখতে হবে।
- ▶ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে পায়রার ঘরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করলে রোগ বালাই হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

পায়রার খাদ্য

কবুতর বা পায়রা মুক্ত আকাশে বিচরণ করে এবং পছন্দ মত স্থান থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। তবে এদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে ১৫-১৬ শতাংশ আমিষ থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি পায়রার জন্য দৈনিক ৩৫-৬০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন। কবুতর সাধারণত গম, মটর, খেসারি, সরিষা, ভুট্টা, কলাই, ধান, চাল,

কাউন, জোয়ার- এসব শস্য দানা খেয়ে থাকে। পায়রার বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি, হাড় শক্ত হওয়া, যথাযথ পুষ্টির জন্য এবং বয়স্ক কবুতরের সুস্বাস্থ্য ও ডিমের খোসা শক্ত হওয়ার জন্য বিনুক চূর্ণ, হাড়ের গুঁড়া ও লবন মিশিয়ে মিক্চার তৈরি করে খাওয়ানো প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিদিন কিছু কিছু কাঁচা শাকসবজি কবুতরকে খেতে দেওয়া ভাল।

পায়রার রোগবালাই

বসন্ত

কবুতরে সাধারণত মারাত্মক কোনো রোগবালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় না। কোনো কোনো সময় কবুতরের পালকবিহীন অংশে ছোট ছোট ফোসকা এবং গলার ভেতর ছোট ছোট ক্ষত হয়। একে পিজিয়ন পক্ষ বা কবুতরের বসন্ত রোগ বলে। এই রোগে আক্রান্ত কবুতরের ক্ষতস্থান স্যাভলন বা ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে সালফার পাউডার লাগাতে হয়। এছাড়া বসন্ত রোগ প্রতিরোধে চার সপ্তাহ বয়সে পিজিয়ন পক্ষ ভ্যাক্সিন দিতে হবে।

প্রতিকার: পিজিয়ন পক্ষ ২০০ মাত্রার বড়ি, বয়স: ৩০/৩৫ দিন, ১ম ডোজ ৩ সিসি পানির সাথে ঔষধ মিশিয়ে ডানার নীচে পালকবিহীন চামড়া সূঁচ দ্বারা বিদ্ধ করে লাগাতে হবে।

কলেরা

অনেক সময় কবুতর সবুজ বা হলুদ পায়খানা করে, শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়, ওজন হ্রাস পায়, খাবারে অরুচি হয় এবং ঘাপটি মেরে বসে থাকে। এ অবস্থায় কবুতরের কলেরা হয়েছে মনে করতে হবে।

প্রতিকার: এ রকম হলে টেরামাইসিন ক্যাপসুলের ভেতরের পাউডার বের করে আট ভাগ করে দিনে তিনবার খাওয়াতে হবে এবং কসুমিস্ত্র গ্লাস ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পরপর তিন দিন খাওয়াতে হবে।

রক্ত আমাশয় বা কক্সিডিওসিস

কবুতর অনেক সময় রক্ত আমাশয় বা কক্সিডিওসিসে আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার: এ অবস্থায় ১ লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ইএসবি -৩ এমবাজিন মিশিয়ে পরপর তিন দিন খাওয়ালে আক্রান্ত কবুতর সেরে উঠবে। অথবা কট্রাভেট পাউডার - ৫০ গ্রাম, ১চা চামচের ৫ ভাগের ১ ভাগ ১ লিটার পানিতে মিশাতে হবে এবং এভাবে ৫ দিন খাওয়াতে হবে। কৃমি আক্রান্ত কবুতরকে মেবেন ট্যাবলেটের ১/৪ ভাগ পরপর ৩ দিন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।



শ্রম আইন

বিশ্ব শ্রম বাজারে বাংলাদেশ অনেকটাই পরিচিত সস্তা শ্রমিক প্রাপ্তির জন্য। একটি দেশের উন্নয়নে শ্রমিক শ্রেণীর অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও যে জায়গায় কাজ করে, সে জায়গার পরিবেশ, তাদের স্বাস্থ্যনীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ছুটি সংক্রান্ত বিধি-বিধান, মজুরি অধিকার, নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে শ্রমিকদের সংগ্রাম আজকের নয়। সেই ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন করে। পুলিশ গুলি চালালে ১০ জন শ্রমিক শহীদ হন। সেই ঘটনার স্মরণেই ১৮৯০ সাল থেকে আমরা মে মাসের প্রথম তারিখে মে দিবস পালন করে থাকি। শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন আই.এল.ও. বিভিন্ন কনভেনশন গ্রহণ করেছে। আসলে এই কনভেনশনগুলো মূলত পৃথিবী ব্যাপী স্বীকৃত কিছু মানবাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আই.এল.ও.-এর সকল সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই মানদণ্ডগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, শ্রমিকদের এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে এমনকি অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যদি এই অধিকারগুলো ভঙ্গ করে, তবে তার জন্য যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পৃথিবীর সব দেশের মতো বাংলাদেশের সরকারও সব মিলিয়ে ১০০ টার মতো শ্রম আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। আর এগুলোতে উল্লিখিত অধিকারের সংখ্যাও কম নয়। এ সকল আইনে অধিকার পেতে হলে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র থাকতে হয়। ঘন ঘন কারখানা বদল করার কারণে অধিকাংশ নারী শ্রমিক আইনানুগ প্রতিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাত যেমন কৃষি, প্রিন্টিং, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইটভাটার কাজে নিয়মকানুন নেই বললেই চলে। এছাড়া শুধুমাত্র শহরেই চরম দারিদ্র এর কারণে ১৫ বছরের কম বয়সীদের নানা ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে। আবার আরেকদিকে যেসব শ্রমিক ভাল চাকরির বাজারের আশায় অন্য দেশে গিয়ে বিভিন্ন প্রতারণার শিকার, তাদের নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন।

শ্রম আদালত

শ্রমক্ষেত্রে শ্রমিকদের সমস্যা বা জটিলতার সমাধান ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্যভাবে অনেক সময় সহজেই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় তা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে তা মামলা মোকাদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। আবার অনেক সময় শ্রমিক জানেও না যে কোথায় গেলে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পেতে পারেন।



আমাদের দেশে আইন সৃষ্ট বিভিন্ন আদালত রয়েছে। দেওয়ানী বিচার কার্যে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজের আদালত রয়েছে। তেমনি ফৌজদারী কার্যক্রমে ৩য় শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট, ২য় শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা মেজিস্ট্রেট, জেলা মেজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট, সহকারী দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও দায়রা জজের আদালত রয়েছে। যেমন পারিবারিক আদালত, শ্রম আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, কর ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি। শ্রম আদালত শ্রম আইন দ্বারা একটি বিশেষ শ্রেণীর আদালত।

শ্রম আদালতে যেসব মামলা হয়ে থাকে সে গুলির মধ্যে ছাটাইকৃত, বরখাস্তকৃত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং টার্মিনেশনকৃত শ্রমিকগণের মামলা বেশি। তারা তাদের কাজে পূর্ণবহালের প্রার্থনা নিয়ে আদালতে এসে থাকেন। এছাড়া বকেয়া মজুরির দাবি নিয়ে এবং আইনগত অধিকার বলবত বা কার্যকরী করার প্রার্থনা নিয়েও প্রচুর শ্রমিক শ্রম আদালতে আসেন।

শ্রম আদালতের গঠন

১৯৬৯ সনের শিল সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৫(২) ধারানুযায়ী শ্রম আদালত গঠিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের ৩৫ ধারায় বলা হয়েছে-

উপধারা

(১) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিজের বিবেচনায় যতগুলো শ্রম আদালত প্রয়োজন ততগুলো শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হলে এ অধ্যাদেশের অধীনে এদের প্রত্যেকের ক্ষমতাভুক্ত এলাকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে দুজন সদস্য নিযুক্ত হবে। এদের একজন মালিক পক্ষের এবং অপরজন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(৩) কেবল হাইকোর্টের জজ বা অতিরিক্ত জজ অথবা জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন কিংবা অনুরূপ পদে নিযুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ লাভের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(৪) নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে মালিক পক্ষের বা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সদস্যগণকে নিয়োগ করতে হবে।

(৫) শ্রম আদালত -

(ক) অত্র অধ্যাদেশ মোতাবেক এর নিকট আনীত বা প্রেরিত শিল বিরোধের বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

(খ) মীমাংসার শর্তসমূহ কার্যকরকরণ অথবা ভংগকরণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় সরকার উত্থাপন করলে সে সকল বিষয়ে তদন্ত ও বিচার করবেন;

(গ) অত্র অধ্যাদেশের অধীনে কৃত অপরাধের বিচার করবেন এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফত নির্দিষ্ট অন্য যে কোন আইনের অধীনে কৃত অপরাধের বিচার করবেন;

(ঘ) অত্র অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধ্যাদেশের অধীনে অথবা অন্য যে কোন আইনের অধীনে ন্যস্ত বা প্রাপ্ত অন্য যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

(৬) ১৯২৩ সনের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের (১৯২৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা ১৯৩৬ সনের মজুরি পরিশোধ আইনে (১৯৩৬ সনের ৪নং আইন) যাই বলা হয়ে থাকে না কেন সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে কোন শ্রম আদালতকে উপরোক্ত আইনসমূহের অধীনে যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ন্যস্ত করে উক্ত আইনে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে শ্রম আদালত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ বিবেচিত হবেন এবং উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(৭) শ্রম আদালতের যে কোন সদস্য যদি আদালতে কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন অথবা অন্য কোন কারণে উপস্থিত হতে অক্ষম হন তা হলেও আদালতের কাজ অব্যাহতভাবে চলতে পারবে এবং সদস্যের অনুপস্থিতিতে আদালত তা সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ প্রদান করতে পারবেন এবং কেবলমাত্র কোন সদস্যের অনুপস্থিতির অজুহাতে আদালতের কোন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত বা কোন রোয়েদাদ

বাতিল হবে না বা এর বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে ৩৫(৭) ধারায় বলা হয়েছে যে, শ্রম আদালতের কোন সদস্য যদি আদালতের কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন অথবা কোন কারণে উপস্থিত হতে অক্ষম হন তাহলেও আদালতের কাজ অব্যাহতভাবে চলতে পারবে। অর্থাৎ প্রথমে আদালত মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের সম্মুখে গঠিত হবার পর যদি কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে আদালতের কাজ অব্যাহতভাবে চলতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শ্রম আদালত গঠন হয়ে থাকে একত্রে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্যের উপস্থিতিতে। কোন একটি নতুন মামলা আদালত গঠিত না হলে (অর্থাৎ চেয়ারম্যান এবং মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্যের উপস্থিতি না থাকলে) শুনানী অনুষ্ঠিত হবে না। তবে উপরোল্লিখিত হাইকোর্টের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে একবার একটি মামলায় শ্রম আদালত গঠিত হলে (অর্থাৎ তিন সদস্যের অনুপস্থিত সত্ত্বেও) পরবর্তীতে শুনানীর দিন সদস্যের অনুপস্থিতিতেও মামলার কাজ চলতে পারে।

শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

শ্রম আদালত কিভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে ১৯৬৯ সালের শিল সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৬ ধারায় বলা হয়েছে-

(১) অত্র অধ্যাদেশের বিধানসাপেক্ষে শ্রম আদালত যতদূর সম্ভব ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধিতে (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) বর্ণিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

(২) শিল বিরোধের বিচার ও নিষত্তির উদ্দেশ্যে শ্রম আদালত দেওয়ানী আদালত হিসেবে গণ্য হবেন এবং নিম্ন ক্ষমতাসমূহসহ ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) ঐ আদালতকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার সব ক্ষমতাই শ্রম আদালতের বেলায় প্রযোজ্য হবে:

ক) কোন ব্যক্তির আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শপথনামা পাঠ করিয়ে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করা;

খ) দলিলপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদালতে হাজির করতে বাধ্য করা;

গ) সাক্ষী ও দলিলপত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন নিয়োগ করা এবং

ঘ) আদালতের সমীপে কোন পক্ষ উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত দেয়া।

(৩) অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ বিচারের সময় শ্রম আদালত ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) অধীনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সমান ক্ষমতা ভোগ করবেন এবং প্রদত্ত দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সময় একে উক্ত কার্যবিধির অধীনে দায়রা আদালত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৪) শ্রম আদালতে মামলা দায়ের ও রেকর্ডপত্র বা দলিল দস্তাবেজ একজিবিট করার জন্য বা কোন দলিলগ্রহণ করার জন্য কোন কোর্ট ফি দিতে হবে না। উপরোক্ত বিধান থেকে এটা পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রম আদালত একই সাথে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ কার্যক্রমই

পরিচালনা করতে পারে। ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতাই শ্রম আদালতের রয়েছে। কিন্তু এই আদালতের কোন দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার উদ্দেশ্যে এটিকে কার্যবিধির দায়রা আদালত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

শ্রম আদালতের রোয়েদাদ ও সিদ্ধান্ত

শ্রম আদালতের রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্ত কিভাবে দিবে সে সম্পর্কে অধ্যাদেশের ৩৭ ধারায় বলা হয়েছে-

১) শ্রম আদালতের রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে আদালতে প্রকাশ্য ঘোষণা করতে হবে এবং এর দুটি কপি সাথে সাথে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

১(ক) বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ লিখিতভাবে সময়সীমা বর্ধিত করার সম্মতি না দিলে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রম আদালতকে মামলা দায়ের করার দিন থেকে ষাট দিনের মধ্যে রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হবে। শর্ত থাকে যে, রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র বিলম্বের জন্য বাতিল হবে না।

(২) সরকার উক্ত রোয়েদাদের বা সিদ্ধান্তের কপি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে তা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন।

(৩) উপধারা (১) অনুসারে প্রদত্ত রোয়েদাদের দ্বারা কোন পক্ষ বিক্ষুব্ধ হলে রোয়েদাদ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল আবেদন পেশ করতে পারবেন এবং উক্ত আপীলের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৪) অত্র ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত রোয়েদাদ এবং ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত দণ্ডদেশ ছাড়া শ্রম আদালতের সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এর বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যাবে না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষ সমীপে কোন ভাবেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। যদিও এই আইনের ৩৭(১)(ক) ধারায় শ্রম আদালতে একটি মামলা দায়ের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু উপশর্তে বলা হয়েছে যে, ৬০ দিনের বেশি সময় লাগলেও শ্রম আদালতের কোন সিদ্ধান্ত বাতিল হবে না। উপধারা ৩ অনুযায়ী এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল করা যাবে।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

১৯৬৯ সনের শিল সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে -

(১) একজন সদস্য নিয়ে এ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে। সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সরকার তাকে নিয়োগ করবেন।

(২) যিনি কোন হাইকোর্টের জজ (অথবা অতিরিক্ত জজ) পদে বহাল আছেন বা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের সদস্য হবেন এবং তাঁর নিয়োগের শর্তাদি সরকার নির্ধারণ করবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনাল তাঁর কাছে পেশকৃত আপীল বিবেচনার পর শ্রম আদালতের রোয়েদাদ বহাল রাখতে বা বাতিল করতে কিংবা সংশোধন বা রদবদল করতে পারবেন এবং অন্য কোন বিকল না থাকলে এ

অধ্যাদেশের যাবতীয় ক্ষমতা আদালতের উপর প্রয়োগ করতে পারবেন। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত আপীল দায়ের করার ৬০ দিনের মধ্যে, যত শীঘ্র সম্ভব প্রদান করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্ব হওয়ার কারণে এর কোন সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হবে না।

(৪) যেরূপ নির্ধারণ করা হবে ট্রাইব্যুনাল সেরূপ কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

(৫) ট্রাইব্যুনাল তাঁর নিজের অথবা আপীল এখতিয়ারের অধীনস্থ কোন শ্রম আদালতের কর্তৃত্বের অবমাননা করা হলে তার দণ্ড দিতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টের সমান মর্যাদা ভোগ করবেন।

(৬) উপধারা (৫) অনুসারে ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তিকে যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা ৫০ টাকার বেশি অর্থদণ্ড প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করতে পারবেন।

শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

অধ্যায়-১

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মনে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনামগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপারায়ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা; এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া এবং শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষারস্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে

সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
- শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান, দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থন করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত করা।
- শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।
- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
- পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- প্রসারমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

(চলবে...)

পাঠাগার

বই পড়ার জন্য পাঠাগার উৎকৃষ্ট স্থান। আপনি যদি পাঠাগারে যেতে চান তাহলে অবশ্যই পাঠাগারের সময়, পাঠাগারে কী ধরনের বই আছে, পাঠাগারের অবস্থান এবং কোন কোন দিন খোলা থাকে তা জানা অত্যন্ত জরুরি। বই প্রেমীদের পাঠাগার সম্পর্কে জানার সুবিধার্থে ঢাকায় অবস্থিত কয়েকটি পাঠাগার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল-



ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ পাঠাগার

সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার (কেন্দ্রীয় পাবলিক পাঠাগার)

- অবস্থান: ১০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
- কাদের জন্য: সবার জন্য উন্মুক্ত
- সংগৃহীত বই: সব ধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা
- খোলার দিন: শনি থেকে বৃহস্পতি (রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।)
- বন্ধের দিন: শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

- অবস্থান: ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
- কাদের জন্য: সবার জন্য উন্মুক্ত
- সংগৃহীত বই: বিভিন্ন ধরনের বই আছে
- খোলার দিন: শনি থেকে বৃহস্পতি (বিকেল ৪ টা থেকে রাত ৮টা।)
- বন্ধের দিন: শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ।

জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভস

- অবস্থান: সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সরণি (বাংলাদেশ বেতারের পাশে) শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৯৫৫৫৭৪৩, ৯৫৫৫৭৪৫
- কাদের জন্য: সবার জন্য উন্মুক্ত
- সংগৃহীত বই: সব ধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা
- খোলার দিন: শনি থেকে বৃহস্পতি (সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।)
- বন্ধের দিন: শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ।

ব্রিটিশ কাউন্সিল

- অবস্থান: ৫ ফুলার রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৬১৮৯০৫-৭, ৮৬১৮৮৬৭-৮;
www.britishcouncil.org
- সদস্য: ৫ টি ক্যাটাগরিতে সদস্য হওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের সদস্য হতে ৬০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য); জেনারেল ইনডিভিজুয়াল সদস্য হতে ৮০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য); জেনারেল করপোরেট সদস্য হতে ৬,০০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য); ইনডিভিজুয়াল ইয়ং লার্নার্স সদস্য হতে ১,৩০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য); ইয়ং করপোরেট লার্নার্স সদস্য হতে ৮,০০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য); ফ্যামিলি সদস্য হতে ২,০০০ টাকা (প্রথম বছরের জন্য)।
- সংগৃহীত বই: ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বই।
- খোলা: রবি থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।
- বন্ধের সময়: বৃহস্পতি থেকে শনিবার।

যেভাবে রক্তচাপ মাপতে হয়

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ প্রতি মিনিটে ৮০/১২০ (মি.মি. অফ মারকারী) হয়। এক্সামেশিয়া পরিমাপের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্লাড প্রেসার ৯০/১৪০ বা এর চেয়ে বেশি হলে তা খেয়াল রাখা উচিত। যদি ব্লাড প্রেসার ৯০/১৪০ বা এর চেয়ে বেশি হয় তবে প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে এক্সামেশিয়া আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিনের কাফটি হৃৎপিণ্ডের সমান্তরালে বাহুর চারদিকে পেঁচিয়ে পাম্পের সাহায্যে বাতাস দিয়ে যেখানে বিপ শব্দ বন্ধ হবে এর চেয়ে ব্যারোমিটারের কাটা ২০ মিমি অফ মারকারী বেশী পর্যন্ত নিয়ে ফুলাতে হবে। পাম্প ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলে ব্যারোমিটারের কাটা যেখানে এসে বিপ শব্দ করা শুরু করবে সেখানে হবে সিসটোলিক প্রেসার আর যেখানে শব্দ শেষ হবে সেখানে হবে ডায়াস্টলিক প্রেসার।

যদি সিসটোলিক প্রেসার ১৪০ এর বেশী বা ডায়াস্টলিক প্রেসার ৬০ এর কম হয় তবে অবশ্যই প্রস্রাবে প্রোটিন ইউরিয়া পরীক্ষা করিয়ে এক্সামেশিয়া আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। প্রোটিন ইউরিয়া পরীক্ষা করার জন্য টেস্ট টিউবে প্রস্রাব নিয়ে জ্বাল দিলে অম্বচ্ছ ও ঘন হলে বুঝতে হবে প্রোটিন ইউরিয়া আছে।

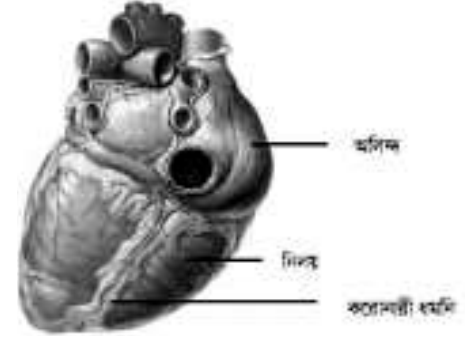
স্বাভাবিক থাকলে বুঝতে হবে প্রোটিন ইউরিয়া নেই। প্রোটিন ইউরিয়া বৃদ্ধি পেলে বুঝতে হবে এক্সামেশিয়া হতে পারে। তখন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।



মানবদেহ – হৃৎপিণ্ড, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র

হৃৎপিণ্ড

বুকের বাঁ দিকে সারাক্ষণ ধুকপুক করে যে যন্ত্রটি আপনাকে প্রতিক্ষণে আপনার ভেতরের প্রাণের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেয় তার নাম হৃৎপিণ্ড। খুব সম্ভবত এটি মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই যন্ত্রটি যদি মাত্র দু মিনিটের জন্যও আপনার সঙ্গে বিদ্রোহ করে তবেই সব শেষ। তাই মানুষের বাঁ দিকে হৃৎপিণ্ড নামের এই যন্ত্রটি আজীবন মানুষের সঙ্গে খেলে যায় জীবন মৃত্যুর গোপন খেলা।



আমরা যাকে হৃৎপিণ্ড বলি

তা আসলে একটি পেশিবহুল পাম্প। হৃৎপিণ্ডের দুই তৃতীয়াংশ থাকে বুকের বাঁ দিকে আর এক তৃতীয়াংশ থাকে বুকের ডান দিকে। একজন স্বাভাবিক মানুষের হৃৎপিণ্ড গড়ে ১২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৮ সেন্টিমিটার চওড়া। এই যন্ত্রটির গড় ওজন পুরুষের বেলায় ৩০০ গ্রাম এবং মেয়েদের বেলায় ২৫০ গ্রাম। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে থাকে ৪টি প্রকোষ্ঠ। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটোকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দ আর নিচের প্রকোষ্ঠ দুটোকে বলা হয় ভেন্টিকেল বা নিলয়। এই অলিন্দ আর নিলয় আবার তাদের ভেতরে পার্টিশন দিয়ে ডান এবং বাঁ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। হৃৎপিণ্ডের বাঁ প্রকোষ্ঠে বিশুদ্ধ রক্ত এবং ডান প্রকোষ্ঠে থাকে দূষিত রক্ত। হৃৎযন্ত্রের প্রধান কাজ হল ডান প্রকোষ্ঠ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে দূষিত রক্ত গ্রহণ করে তা বিশুদ্ধ করণের জন্য ফুসফুসে প্রেরণ করা আর বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠ থেকে বিশুদ্ধ রক্ত ধমনির মাধ্যমে সারা শরীরে প্রেরণ করা। বিশুদ্ধ রক্ত বলতে অক্সিজেনেটেড রক্তকে বুঝানো হয়। অক্সিজেন শরীরের প্রতিটি কোষের জন্য অত্যন্ত দরকারি। হৃৎপিণ্ড যদি শরীরকে ঠিকমতো অক্সিজেন যোগান দিতে না পারে তবে কোষগুলো অক্সিজেন সল্পতায় ভুগতে থাকে। যে কোনো কোষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগের নাম নিম্নে দেওয়া হলো -

১. উচ্চ রক্ত চাপ
২. হার্টএ্যাটাক
৩. বাত জ্বর
৪. হৃৎপিণ্ডের যত্ন

শ্বাসতন্ত্র

শ্বাসতন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। ওপরের অংশ বা আপার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট এবং নিচের অংশ বা লোয়ার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট। ওপরে অংশের তিনটি ভাগ নাক, ন্যাজোফ্যারিন্স এবং ল্যারিংক্স

বা স্বরযন্ত্র। নিচের অংশ গঠিত শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখা ও ফুসফুস নিয়ে। শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে ফুসফুস। শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখাগুলো দেখতে অনেকটা গাছের মতো। তাই একে বলা হয় 'ব্রংকিয়াল ট্রি'। শ্বাসনালীর নিচের দিকের বিভাজন গুলোকে বলা হয় এলভিওলি। এরাই একত্র হয়ে তৈরি করে 'ফুসফুস'। মানুষের ফুসফুস দুটো। এই দুটো ফুসফুসের মাঝখানে থাকে হৃদপিণ্ড। ফুসফুস অনেকেটা সম্পঞ্জের মতো। ফুসফুসের চারদিকে এক ধরনের পাতলা আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে যাকে বলা হয় 'পুলরা'। ডান দিকের ফুসফুসে রয়েছে তিনটি আলাদা অংশ যাদের বলা হয় লোব। বাঁ দিকেও আছে দুটি লোব।

ফুসফুস বা শ্বাসনালীর নানা রকমের রোগ হতে পারে। কারণ ফুসফুস বাইরের বাতাসের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। প্রতি দিন সাত হাজার লিটার বাইরের বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে ঢোকে এবং বের হয়। আর বাতাসের সঙ্গে নানা ধরনের রোগ জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত সব রোগ জীবাণু প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ শ্বাসতন্ত্রের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। যখন এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তখনই রোগের উত্থিত হয়। শ্বাসতন্ত্রে সাধারণত যেসব রোগ হয় সেগুলো হল: কমন কোল্ড বা ঠাণ্ডা লাগা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, একিউট ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা বা হাঁপানি, ব্রংকিয়োকটেসিস, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের চারদিকে পানি জমা বা প্লুরাল ইফিউশন, যক্ষা বা টিবি, ক্যানার ইত্যাদি।

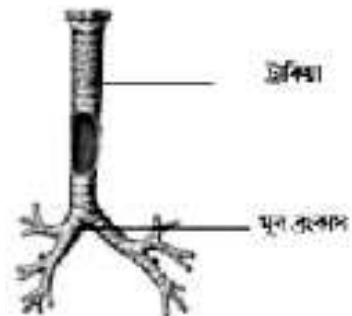
ফুসফুসের কিছু সাধারণ রোগের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

১. নিউমোনিয়া
২. ক্রনিক ব্রংকাইটিস
৩. অ্যাজমা বা হাঁপানি
৪. যক্ষা বা টিবি
৫. ব্রংকিয়োকটেসিস
৬. ফুসফুসে পানি জমা

ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে রেজিস্টার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

স্নায়ুতন্ত্র

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের দুটি অংশ। একটি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং অপরটি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম বা বহিঃস্থ স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি অংশ ব্রেইন বা মস্তিষ্ক এবং



স্পাইনাল কর্ড বা মেরু মজ্জা। মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি অংশ-ফোর ব্রেইন বা সামনের অংশ, মিড ব্রেইন বা মধ্যের অংশ আর হাইন্ড ব্রেইন বা পেছনের অংশ। ফোর ব্রেইনের প্রধান অংশের নাম হল সেরিব্রাম। এই

সেরিব্রামের দুটি অংশ ডান সেরিব্রাম ও বাম সেরিব্রাম। আমাদের চলাফেরা, কথাবলা সবই নিয়ন্ত্রণ করে সেরিব্রামের কিছু বিশেষ স্নায়ুকোষ। এই সেরিব্রামই প্রধানত স্ট্রোককে আক্রান্ত হয়। সামনের অংশে আরো থাকে থ্যালামাস। একগুচ্ছ স্নায়ুকোষ মিলে তৈরি হয় থ্যালামাস। এটি মানুষের সেনসেশন বা অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে অন্যভাবে সেনসরি রিলেসেস্টেশনও বলা যায়। মস্তিষ্কের পেছনের অংশকে বলা হয় হাইন্ড ব্রেইন। এর আবার তিনটি অংশ - পনস, মেডালা এবং সেরিবেলাম।

স্নায়ুতন্ত্রের কিছু রোগের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

১. প্যারালাইসিস বা স্ট্রোক
২. মাইগ্রেন
৩. হঠাৎ জ্ঞান হারানো
৪. মেনিনজাইটিস

মচেতনতা

দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন হোন

দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন হোন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, এখনই জানান।

দুর্নীতি কাকে বলে ?

ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। যে কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তাকেই দুর্নীতি বলা হয়।

দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকসমূহ:

- ♦ দুর্নীতি জনগনের দুর্ভোগ বাড়ায়।
- ♦ দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়।
- ♦ দুর্নীতি দারিদ্রের মূল কারণ।

নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ঘনা প্রকাশ করুন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করুন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোথায় অভিযোগ করবেন ?

যে কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থার বিরুদ্ধে কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে কোন অভিযোগ কমিশনের জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যাবে। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, অসদাচরণ ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিটির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটির নিকট অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে।

কিভাবে অভিযোগ করবেন ?

অভিযোগকারী নিজে অথবা ডাকযোগে অভিযোগ কমিশনের সমন্বিত

জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবেন। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করে অভিযোগ দাখিল করা শ্রেয়। দুর্নীতি সম্পর্কিত যে কোন তথ্য জানাতে চিঠি, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ব্যবহার করতে পারেন:

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন : ০২-৯৩৫৩০০৪-৮, ০১৭১৩০৪৭৩৩৬

ওয়েবসাইট : www.acc.org.bd

ফ্যাক্স : ০২-৮৭৫২৯২৫, ০২-৮৭১১৭৬০, ০২-৮৭১১৭৬৪

ই-মেইল:

info@acc.org.bd; durniti1@hotmail.com
durniti8@yahoo.com; durniti9@gmail.com

ঘূষ লেন-দেন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন :

প্রধান কার্যালয় : ০১৭৩০৩০৩২০১

ঢাকা বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২০২

ঢাকা মেট্রোপলিটন : ০১৭৩০৩০৩২০৩

চট্টগ্রাম বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২০৮

রাজশাহী বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২১৪

খুলনা বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২২০

বরিশাল বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২২৪

সিলেট বিভাগ : ০১৭৩০৩০৩২২৭

কমলার! ভিন্ন স্বাদ!!

কমলা যে একটা সুস্বাদু ফল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মজার এই ফলটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' এবং এই কমলা দিয়ে তৈরি করা যায় নানান স্বাদের খাবার। কমলার এ রকম ভিন্ন স্বাদের কিছু রেসিপি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

কমলালেবুর অমলেট যা লাগবে: ডিম ২টি, কমলালেবুর জেলি ২ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, তেল দেড় টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন: ডিম-চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করুন। অর্ধেকটা ডিমের গোলা ছাড়ান। পাটিসাপটা পিঠার মতো একদিকে ১ টুকরো জেলি দিয়ে ডিমটা মুড়ে নিন। এভাবে বাকি ডিমের গোলা দিয়ে আর একটি অমলেট বানান। মৌসুমী ফলের সালাদ যা লাগবে পাকা পেঁপে টুকরো করে কাটা ২ কাপ, তরমুজ ২ কাপ, ভাজি ২ কাপ, কালো আঙ্গুর ১ কাপ, কলা টুকরো করে কাটা ১টা, আনারস ১ কাপ, কমলার কোয়া ১ কাপ, আপেল টুকরো ১ কাপ, স্ট্রবেরি কয়েকটা, টক দই ১ কাপ, কাঁচামরিচ ২টা, চিনি, ২ টেবিল

চামচ, লবণ পরিমাণ মতো।

সালাদে কমলালেবু

যা লাগবে: ছোট ফুলকপি ১টি, কমলালেবুর কোয়া ৬টি, লবণ স্বাদমতো, গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদমতো, ডিম সিদ্ধ ১টি, পেঁয়াজের রস ১ চা চামচ।

যেভাবে করবেন: ফুলকপি ছোট টুকরো করে সিদ্ধ করে নিন। কমলালেবুর কোয়াগুলো কুচি করুন। ডিম সিদ্ধ কিউব করে কাটুন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

কমলার মিষ্টি পোলাও

যা লাগবে: পোলাওর চাল ৫০০ গ্রাম, কমলালেবু ৫টি, চিনি ১৫০ গ্রাম, গরমমশলা পরিমাণমতো, কিশমিশ ৫০ গ্রাম, বাদাম ১০টি, ঘি পরিমাণ মতো, জাফরান আধা চা চামচ, দুধ ৪ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন: ৩টি কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করুন। ২টি কমলালেবুর রস বের করে নিন। ১ কাপ গরম পানিতে চিনি গুলে ছেকে নিন। বাদাম কুচি করুন, জাফরান দুধে গুলে নিন। পোলাওর চালের ভাত রান্না করে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিন। চাল আধাসিদ্ধ থাকবে। এবার একটা হাঁড়িতে ঘি গরম করুন। গরমমশলা দিন। এবার একে একে আধাসিদ্ধ ভাত, চিনির পানি, কমলালেবুর রস, বাদাম কুচি, কিশমিশ, কমলার কোয়া, জাফরান দিয়ে দিন। হাঁড়ির মুখ ঢেকে দিয়ে ময়দা লাগিয়ে বন্ধ করে দিন। ৫ মিনিট পর ঢাকনা খুলে নামিয়ে নিন কমলার মিষ্টি পোলাও।

কমলার চিকেন

যা লাগবে: মুরগির বুকের মাংস লম্বা টুকরো করে কাটা ২ কাপ, মাখন ১ টেবিল চামচ, সয়াসস ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, অরেঞ্জ জুস অর্ধেক কাপ, চিকেন স্টক অর্ধেক কাপ, পেঁয়াজ ভাঁজে খোলা ১ কাপ, তেল পরিমাণমতো, আদা-রসুন বাটা আধা চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন: মুরগির বুকের মাংস ১ কাপ, পানি, লবণ, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করে ছেকে নিন। স্টক আলাদা রাখুন। ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করুন। মুরগির টুকরোগুলো শুকনো কর্নফ্লাওয়ার মাখিয়ে এই তেলে বাদামি করে ভেজে তুলে রাখুন।



ক্যারিয়ার

এবার একটা ফ্রাইপ্যানে মাখন গরম করুন। পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ নরম হলে সয়াসস দিন, ভাজা চিকেন দিন। অরেঞ্জ জুস, চিকেন স্টক ও গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ দিন। ফুটে উঠলে এবং গ্রেভি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে।

কমলালেবুর জেলি

যা লাগবে: কমলালেবু ৬টি, চিনি দেড় কেজি, সাইট্রিক এসিড ২ চা চামচ, পেকটিন ২ চা চামচ, কমলা রঙ সামান্য, অরেঞ্জ এসেন্স আধা চা চামচ।

যেভাবে করবেন: কমলালেবু রস করে নিন। এই রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে সাইট্রিক এসিড ও রঙ মেশান। এবার একটা স্টিলের পাত্রে অল্প চিনি, পেকটিন ও একহাতা ফুটন্ত রস নিন। ভালো করে মিশিয়ে রসের হাঁড়িতে ঢেলে দিন। ঘন হয়ে এলে শুকনো প্লেটে কয়েক ফোঁটা ফেলে দেখুন জমে কিনা। জমলে চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেন্স মেশান এবং গরম অবস্থায় কাচের বয়ামে রাখুন। পর দিন সিল করুন।

কম্পিউটার টিপস্

প্রিন্টার

সমস্যা: “প্রিন্টারে পাওয়ার আসে না।”

সম্ভাব্য কারণ:

- ☞ সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উৎসে সমস্যা হতে পারে।
- ☞ প্রিন্টারের পাওয়ার কানেক্টরে সমস্যা হতে পারে।

সমাধান:

- ☞ প্রিন্টারের সাথে সংযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ঢিলা হয়ে থাকলে শক্ত করে দিতে হবে।
- ☞ প্রিন্টারের পাওয়ার কর্ড এবং পাওয়ার সাপলাই ইউনিট ঠিক করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যা: “প্রিন্টারে পাওয়ার আসে কিন্তু প্রিন্ট হয় না।”

সম্ভাব্য কারণ:

- ☞ প্রিন্টার পোর্ট/ক্যাবলে সমস্যা থাকতে পারে।
- ☞ সঠিক প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টল করা না হলে।
- ☞ প্রিন্টারটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

সমাধান:

- ☞ প্রিন্টার ক্যাবলটি প্রিন্টার/প্রিন্টার পোর্টের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।
- ☞ সঠিক প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টল অথবা রি-ইনস্টল করতে হবে।
- ☞ প্রিন্টারটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

আমাদের দেশে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্বের লম্বা মিছিল। দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের পরও নিজের পছন্দ অনুযায়ী চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে চলেছে অসংখ্য তরুণ-তরুণী। শিক্ষা জীবন সমাপ্তের পরবর্তী পর্যায়ে চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে নিরন্তর ছুটে চলা তারুণ্যের মিছিলে ভর করে হতাশার গ্লানিমা। ফলে শিক্ষা জীবনের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে থাকে অসংখ্য তরুণ-তরুণী। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের লক্ষ্যে নিরন্তর ছুটে চলা ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেই নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় কঠিন বাস্তবতায়। কিন্তু নিজেকে চাকরি ক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রায়শই অভাব পরিলক্ষিত হয় কর্মক্ষেত্রের জন্য দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেই একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যেকোন উপায়ে যেকোন ধরনের চাকরি অর্জনের। দেশে চাকরির পদের তুলনায় চাকরি প্রার্থীদের সংখ্যার আধিক্য বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো জটিল। ফলে যেকোন ধরনের চাকরির জন্যই আবেদনকারীর সংখ্যা রীতিমতো বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দক্ষ কর্মী সহজলভ্য না হওয়ার কারণে নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশিরভাগ আবেদনকারীর চাকরির আবেদন প্রত্যাখান করে থাকে।

ফলে সময় এসেছে ক্যারিয়ারের সফলতা আনায়নে নিজেকে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার। বিষয়টি শুধুমাত্র যে প্রথম চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারে উন্নতির ক্ষেত্রেই বিষয়টি ব্যাপকভাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। কেননা, জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে নিজের সঠিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেকে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের।

আমাদের দেশে অনেক বেকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে শোনা যায়, চাকরি না করলে দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলবো। বাস্তবতার নিরীখে কথটি গুরুত্ব থাকলেও নিজেকে অন্য ব্যক্তিদের নিকট হতে চাকরির ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে নিজেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বাত্মে স্থির করতে হবে নিজের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা। ক্যারিয়ার পরিকল্পনা গ্রহণনে অবশ্যই অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে অর্জিত শিক্ষা এবং নিজ আগ্রহের বিষয়টির সমন্বয়। একটি বিষয় আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে সুনির্দিষ্ট ক্যারিয়ার পরিকল্পনা একজন ব্যক্তিকে ক্যারিয়ারে সফলতা আনায়নে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই সাথে ক্যারিয়ার পরিকল্পনার মধ্যে নিজের পছন্দ এবং ব্যক্তিত্বের

সাথে মানানসই পেশা নির্বাচন এক্ষেত্রে ক্যারিয়ার সফলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ফলে যে সকল ব্যক্তি ক্যারিয়ারে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই নিজ শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং আগ্রহের বিষয়ে চাকরির সন্ধান করা প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনার বিষয়টিকে অনেকেই ভিন্ন চোখে দেখে থাকেন, তবুও বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কেননা, যেকোনো ধরনের চাকরিতে প্রবেশ করলেও সেই চাকরিক্ষেত্রের পরিবেশ এবং কর্মপদ্ধতি যদি অর্জিত শিক্ষা এবং আগ্রহের সাথে মানানসই না হয়ে থাকে তবে কোন ব্যক্তিই সেই পেশাতে সফল হতে পারবে না। ক্যারিয়ারে সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সঠিক পেশা নির্বাচনকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই নিজের আগ্রহ রয়েছে এমন ধরনের পেশা নির্বাচন করুন এবং সেই পেশাতে নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

পড়ালেখা শেষ করে ক্যারিয়ার হিসেবে কোন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন সেই বিষয়ে মনস্থির করার পাশাপাশি নিজেকে ভবিষ্যতে একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে কোন পর্যায়ে দেখতে আগ্রহী সে বিষয়েও স্বচ্ছ ধারণা লাভের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিন সেই পেশার উপযোগী দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে। কোন ব্যক্তি যদি বিপণন পেশায় ক্যারিয়ার শুরু করতে আগ্রহী হন তবে তাকে অবশ্যই তার চারপাশের বিপণনে সফল ব্যক্তিদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ বিপণন পেশায় নিয়োজিত একজন সফল ব্যক্তি কী কী দক্ষতা এবং যোগ্যতা রয়েছে তা নিরূপণের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সে সকল গুণের সন্নিবেশ করতে হবে। সেই সাথে বাস্তবতার নিরীখে নিজের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি যোগাযোগ দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সফল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে আপনার প্রয়োজন হবে ক্যারিয়ার প্ল্যান অনুযায়ী দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেকে পরিণত করতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের। নিজেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের কর্মপযোগী প্রশিক্ষণে নিয়োজিত করতে সক্ষম হলে অচিরেই নিজ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকরি ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হবেন।

আমাদের দেশে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রায় সব কর্মক্ষেত্রেই বর্তমানে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে নিজেকে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নাই। ইংরেজি ভাষার উপর দক্ষতার অভাবে আপনার পছন্দনীয় চাকরি অর্জিত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকার কারণে নিজেকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে লিখিত এবং মৌখিকভাবে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। এক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই নিজের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের মানউন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ভবিষ্যতের সফল ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে। নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনার প্রয়োজন হবে কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির কার্যক্রম। নেটওয়ার্ক বলতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সফল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে যে পেশাতে প্রবেশ

আপনার আগ্রহ রয়েছে সেই পেশা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার পাশাপাশি সেই পেশাতে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির কোন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে হবে। সেই পেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করার পাশাপাশি নিজেকে সেই পেশায় ভবিষ্যতে নিয়োজিত করতে আগ্রহী তা জানাতে হবে।

নিজ পছন্দ অনুযায়ী চাকরি ক্ষেত্রের নিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা থাকা এক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে ভবিষ্যতে আপনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারে। সেই সাথে আপনার পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ আপনার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেকে এগিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন।

নিজের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি ক্যারিয়ারে সফল হতে প্রয়োজন নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেকে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিণত করা। এক্ষেত্রে শিক্ষা জীবন সমাপ্তের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিনিয়ত নিজের মেধাকে পরিণত করতে প্রয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকরি অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষা অর্জনের।

অনলাইনে উপার্জন বিষয়ক কর্মশালা

ইন্টারনেটে আয় রোজগার এখন আর গল্প নয়, কারণ ইন্টারনেটের কল্যাণে আপনি ঘরে বসে ডলার উপার্জন করতে পারেন। এমনকি আপনি যখন ঘুমাবেন তখনও আপনার অ্যাকাউন্টে ডলার জমতে থাকবে। একটা সময় ছিল যখন পড়ালেখা শেষ করে একজন তরুণকে একটি চাকরির জন্য বিভিন্ন কোম্পানির দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো। কিন্তু চাকরি যেন সোনার হরিণ এর মতো অধরা থেকে যেত। যদিও বা চাকরি পাওয়া গেল কিন্তু থাকত না অর্জিত শিক্ষার সাথে কোন সম্পর্ক। পাওয়া যেত না যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান। আর এখন তরুণরা একটা চাকরির জন্য বসে নেই, নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চাকা। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে একরম কয়েকশত অনলাইন ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন যারা নিয়মিতভাবে আউটসোর্সিং এর কাজগুলো করে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা পড়ালেখা শেষ করে কোন চাকরিতে যোগ না দিয়ে সরাসরি অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করছেন। এই অনলাইন ফ্রিল্যান্সি যেমন- গুগল এডসেন্স, ইয়াহু পাবলিশার নেটওয়ার্ক, এডব্রাইট, ক্লিকসর, পেইড টু ক্লিক, রেন্ট এ কোডার, ওডেস্ক, ডিজিটাল পয়েন্ট, গেট এ ফ্রিল্যান্সার প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছে। যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন বা শিক্ষার্থী এমনকি যেকোন বয়সের মানুষ ইন্টারনেটে এই রোজগারের পন্থা জানতে পারবে। আর এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ঠিকানা: হোস্টিং হেল্প২৪-এর অফিস, ৭৯/বি, [দ্বিতীয় তলা], এভিনিউ ১ [কালিশি রোড, মিরপুর পূর্বী সিনেমা হলের পূর্ব দিকে, লাইট হাউজ স্কুলের পাশের বিল্ডিং, ব্লক-সি, মিরপুর সাড়ে ১১, ঢাকা। ফোন : ৯০১৫৫৬৬, ০১৬১৪৬৭৮৪৬৪, ০১৯১৫৭৮৪২৬৪।

ড্রিমেশ্বর মামের বিশেষ বিশেষ দিন

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস

প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে বাধা আছে, তা দূর করে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটকে তাদের ব্যবহারের জন্য সহজবোধ্য করে তোলার দাবী জানানো হয়। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে প্রতিবন্ধীরা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, সে সুযোগ করে দেওয়া এর আরেকটি উদ্দেশ্য। ২০০৮ সালের প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, 'জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ বাস্তবায়নে: সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যয় বিচার'।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস

প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইন, হাইতি, ব্রাজিল, ইটালি, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ভারত এবং আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশ এ দিবসটি পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার জন্য এ দিবস পালন করা হয়।

বিশ্বের উষ্ণতা দূরীকরণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ দিবস

জলবায়ুর পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন এবং ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সারা বিশ্বের জনগণকে এই ভয়াসহ সমস্যার প্রভাব ফেলে। সারা বিশ্বের জনগণকে এই ভয়াবহ সমস্যার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর এ দিবসটি পালন করা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস

প্রতি বছর ৫ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪০/২১২ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ দিবসের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক ব্যক্তি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিমুক্তকরণ দিবস

সারাবিশ্বে ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিমুক্তকরণ দিবস পালন করা হয়। প্রতি বছরই দুর্নীতি বাড়ছে। বিশেষ করে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ বৃদ্ধির হারটি অনেক বেশি। বিশ্বকে দুর্নীতিমুক্ত করতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর একটি সর্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ দিবসের মাধ্যমে মানুষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং এই অধিকার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৮ সালে 'সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যয় বিচার'- এই বিষয়েকে প্রাধান্য দিয়ে এ দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘে অভিবাসীকর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে ফিলিপাইন এবং এশিয়ার অন্যান্য অভিবাসন সংস্থা অভিবাসীদের অভ্যর্থনা ও গুরুত্ব দেয়ার জন্য ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস

পরিবেশের জন্য পর্বত যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতি বছর ১১ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস হিসেবে পালন করা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৬ সালে এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নত জীবনের জন্য পর্বতের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষণাবেক্ষণ করা'।

বুদ্ধিজীবী দিবস

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ৯ মাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন হচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পারলো তারা হেরে যাচ্ছে, তখন তারা জাতি হিসেবে আমাদের পঙ্গু করে দেয়ার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করে। আর তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করে রাজাকার, আলবদর নামের কিছু দেশীয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। এই দিন পাকিস্তানী আর্মিরা তাদের দালালদের সহায়তায় আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে নিয়ে গিয়ে রায়েরবাজার বন্ধুভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। দেশের সেসব কৃতি সন্তানদের স্মৃতি রক্ষায় প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বরকে বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বিজয় দিবস

দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লে. জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এ দলিল স্বাক্ষরের মাঝ দিয়েই বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের জন্ম হয়। দেশের স্বাধীনতার এ চেতনা থেকেই প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এ দিনটিতে সরকারি ছুটি থাকে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সূত্র : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা ও ইন্টারনেট

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় তৈরি ওয়েবসাইট www.jeeon.com.bd দেখুন।
সম্পূর্ণ তথ্য 'জীয়েন' শিরোনামে সিডি আকারে পাওয়া যাচ্ছে। সিডি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমসিসি, ৩/১১ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

D. Net

Development Research Network

www.dnet.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা। ৫ম বর্ষ, ১২ম সংখ্যা। অর্থায়ণ-পৌষ ১৪১৫, ডিসেম্বর ২০০৮। ৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৮১৫৬৭৭২, ৮৮-০২-৯১৩১৪২৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১৪২০২১, info@pallitathya.org.bd, www.pallitathya.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত 'অবলম্বন' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত।